



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

পেট্রোবাংলার বিভিন্ন কোম্পানির ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাবের উপর

কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ০১/২০২২



বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

পেট্রোবাংলার বিভিন্ন কোম্পানির ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাবের উপর

কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বর : ০১/২০২২

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অংশ		
১	মুখবন্ধ	V
অধ্যায়-১		
২	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩
৩	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৯
৪	শব্দ সংক্ষেপ	১১
অধ্যায়-২		
৫	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৫
৬	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৭
দ্বিতীয় অংশ		
৭	পরিশিষ্টসমূহ	৩১

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

- ১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী সকল Public Enterprise এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।
- ২। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলার ৭টি কোম্পানির ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।
- ৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত ৫টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত কোম্পানিসমূহের প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সিনিয়র সচিবকে অবহিত করা হয়েছে এবং তাদের জবাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।
- ৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ : ১২/২/২০২২ বঙ্গাব্দ
খ্রিষ্টাব্দ ।


(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

অধ্যায়-১

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য :

এই রিপোর্ট বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলার ৭টি কোম্পানি [তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল), গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল), জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল), বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিটিসিএল), বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল), সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) ও বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)] এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব এর উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। Audit Materiality বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের পূর্ববর্তী অর্থবছরসমূহের লেনদেনও দেখা হয়েছে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসেবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য :

প্রতিষ্ঠান পরিচিতি

• **তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)**

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পেট্রোবাংলার সাবসিডিয়ারী কোম্পানি। এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিতাস নদীর তীরে বিরাট গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। ১৯৬৪ সালে ২০ নভেম্বর তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি জন্ম লাভ করে। একটি প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিতাস গ্যাস তার সেবার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হবার গৌরব অর্জন করে।

• **গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)**

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পেট্রোবাংলার সাবসিডিয়ারী কোম্পানি। এটি একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। জিটিসিএল সমগ্র দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালনের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। জিটিসিএল ১৯৯৩ সালের কোম্পানি অ্যাক্ট অনুসারে ১৯৯৩ সালের ১৪ ডিসেম্বর নিবন্ধিত হয়। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস পরিবহন নিশ্চিতকরণের জন্য কার্যকর এবং একত্রীকৃত নিয়ন্ত্রণ সম্বলিত একটি সুষম এবং নির্ভরযোগ্য ন্যাশনাল গ্যাস ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে কোম্পানিটি গঠিত। জিটিসিএল ২৩ জানুয়ারি ১৯৯৪ সালে পরিচালনা বোর্ডের প্রথম সভা আহ্বান করে আনুষ্ঠানিক অপারেশন/কার্যক্রম শুরু করে এবং পরবর্তী মার্চ ১৯৯৪ সাল থেকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে। জিটিসিএল এর প্রধান আয়ের উৎস গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইনের ইইলিং চার্জ, যা সরকারের ০৬টি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির

নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ। জিটিসিএল এর আওতাধীন বর্তমানে প্রায় ১৫৬০.৪৩ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন রয়েছে এবং প্রায় ১৯৩ কিলোমিটার কনডেনসেট পাইপলাইন আছে।

- **জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)**

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, সিলেট রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি। প্রতিষ্ঠানটি ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন (বর্তমানে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইন) অনুযায়ী যৌথমূলধনী কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয়ে ১৯৮৬ সালের ০১ ডিসেম্বর কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধিত হয়। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশে উত্তোলিত প্রাকৃতিক গ্যাসের সুশ্রম ও নির্ভরযোগ্য সঞ্চালন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা এবং দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৮৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী পরিচালনা বোর্ডের প্রথম সভা আহবানের মধ্য দিয়ে কোম্পানিটি আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে এবং পরবর্তীকালে ১৯৮৮ সালের ২৪ এপ্রিল যৌথমূলধনী কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের কার্যালয় হতে ব্যবসা শুরুর সনদ প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে।

- **বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)**

দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের লক্ষ্যে গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের ত্রিবিধ দায়িত্ব নিয়ে ১৯৮০ সালের ৭ জুন “বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড” নামে একটি মডেল কোম্পানি হিসেবে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে পেট্রোবাংলার নিয়ন্ত্রণাধীন কোম্পানিসমূহের পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় ১৯৮৯ সালে কোম্পানির উৎপাদন কার্যক্রম বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। অপরদিকে, সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে ২০০৪ সালে বাখরাবাদ-ডেমরা সঞ্চালন পাইপলাইন ও বাখরাবাদ-চট্টগ্রাম সঞ্চালন পাইপ লাইন গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল) এর নিকট হস্তান্তর করা হয়। ফলে কোম্পানির কার্যক্রম শুধু বিতরণ ও বিপণনে সীমাবদ্ধ হয়। পুনরায় ১৭ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে প্রকাশিত সরকারের গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিএসিএল) এবং বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমস লিমিটেড (বিজিএসএল) কে পুনর্নির্ন্যাস করে বৃহত্তর চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে “কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (কেজিডিএসিএল)” এবং বৃহত্তর নোয়াখালী, কুমিল্লা, চাঁদপুর ও টিজিটিডিএসিএল এর নিয়ন্ত্রণাধীন সমগ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা নিয়ে “বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড” (মূল কোম্পানি) নামে দুটি কোম্পানি গঠন করা হয়। ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত কোম্পানি কর্তৃক ৬৭.৪৬ কিলোমিটার সঞ্চালন পাইপলাইন, ২৩৫.২০ কিলোমিটার রেল পাইপলাইন এবং ৩৫৮৭.৭৬ কিলোমিটার বিতরণ সার্ভিস লাইন নির্মাণ করা হয়েছে।

- **বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)**

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৬ সালের ৩০ মে প্রতিষ্ঠিত শেল অয়েল কোম্পানির উত্তরসূরী। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট তৎকালীন শেল অয়েল কোম্পানির মালিকানাধীন তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, রশিদপুর ও কৈলাশটিলা এই ৫টি গ্যাস ফিল্ড রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত করা হয়। উক্ত ৫টি গ্যাস ফিল্ডের মধ্যে তিতাস, হবিগঞ্জ ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ড বিজিএফসিএলের অধীনে রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৫ সালের ১২ সেপ্টেম্বর শেল অয়েল কোম্পানির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড করা হয়। পরবর্তীতে আবিষ্কৃত মেঘনা, নরসিংদী ও কামতাসহ ৬টি গ্যাস ফিল্ড বিজিএফসিএল এর পরিচালনাধীন রয়েছে। তাছাড়া

সান্টোস এর সাঞ্জু গ্যাস ফিল্ড বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাদের সিলিমপুরস্থ প্ল্যান্ট স্থাপনা বিজিএফসিএল এর অধীনে রয়েছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পেট্রোবাংলার অধীনে বিজিএফসিএল কোম্পানি আইন ১৯১৩ (সংশোধিত-১৯৯৪) এর আওতায় নিবন্ধিত একটি কোম্পানি। বিজিএফসিএল এর দৈনিক গ্যাস উৎপাদন প্রায় ৮৫০ মিলিয়ন ঘনফুট যা দেশের মোট উৎপাদনের ৩১ ভাগ।

● **সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)**

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড প্রাচীনতম গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি হিসাবে ৮ মে ১৯৬২ থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস ও সহজাত পেট্রোলিয়াম উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণে অবদান রেখে আসছে। এই কোম্পানি গ্যাস, কনডেনসেট ও এনএলজি উৎপাদনের পাশাপাশি প্রতি বছর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় গর্বিত অংশীদার। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এসজিএফএল কর্তৃক পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ ৮১২.০৪ কোটি টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এসজিএফএল এর কার্যপরিসীমা চারটি উৎপাদনশীল গ্যাস ফিল্ড এর ১৪টি কুপ হতে মোট ৫১,৩১১ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ও ৩০,৯২৬ কিলোলিটার কনডেনসেট উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়া কৈলাশটিলায় স্থাপিত মলিকুলার সিভিটার্বো এক্সপান্ডারের মাধ্যমে এ অর্থবছরে ২৪,৮৮১ কিলোলিটার এনএলজি উৎপাদিত হয়েছে। রশিদপুর কনডেনসেট ফ্র্যাকশনেশন প্লান্টসহ কৈলাশটিলা ও হরিপুরে বিদ্যমান ফ্র্যাকশনেশন ইউনিটের মাধ্যমে কনডেনসেট বিভাজন করে ১,১১,১৫০ কিলোলিটার পেট্রোল, ১৬,৩১২ লিটার ডিজেল এবং ১২,৫১২ কিলোলিটার কেরোসিন উৎপাদন করা হয়েছে।

● **বড়পুকুরিয়া কোলমাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)**

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বড়পুকুরিয়া কোলমাইনিং কোম্পানি লিমিটেড সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ (GSB) ১৯৮৫ সালে দিনাজপুর জেলার, পার্বতীপুর উপজেলার বড়পুকুরিয়া নামক স্থানে ভূ-গর্ভস্থ কয়লার সন্ধান পায়। অতঃপর সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক পার্বতীপুর উপজেলাধীন চৌহাটি নামক স্থানে একটি কোলমাইনিং প্রজেক্ট স্থাপিত হয়। প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পেট্রোবাংলার তদারকি ও ব্যবস্থাপনাধীনে বাস্তবায়িত হয়। প্রজেক্ট বাস্তবায়ন কাজ ৩০/৬/২০০৫ খ্রি. তারিখে সম্পন্ন হয়। প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গত ০৪/৮/১৯৯৮ খ্রি. তারিখে বড়পুকুরিয়া কোলমাইনিং কোম্পানি লিমিটেড নামে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত হয়। এর প্রধান কার্যালয় প্রজেক্ট সাইটে অর্থাৎ, দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার চৌহাটিতে অবস্থিত।

প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রাম :

ক্র.ন.	প্রতিষ্ঠানের নাম	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	তিতাস টিএন্ডডি কো: লি:	১২৪৭	২৪৯৩	৩৭৪০	এমডি-১ জন ও পরিচালক-০৯ জনসহ।
২	জিটিসিএল	৪৬৬	১৩২	৫৯৮	এমডি-১ জন ও জিএম-০৫ জনসহ।
৩	জেজিটিডিসিএল	৪৫৫	৪৬৫	৯২০	এমডি-১ জন ও জিএম-০৯ জনসহ।

৪	বিজিডিসিএল	৪৫০	৬৫৬	১১০৬	এমডি-১ জন ও জিএম-০৭ জনসহ।
৫	এসজিএফএল	৪২৭	৫১৩	৯৪০	এমডি-১ জন ও জিএম-০৭ জনসহ।
৬	বিজিএফসিএল	৫৮৭	৮০৩	১২৯০	এমডি-১ জন ও জিএম-০৮ জনসহ।
৭	বিসিএমসিএল	৩১০	১১৯	৪২৯	এমডি-১ জন ও জিএম-০৭ জনসহ।

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী :

● **তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)**

ঢাকা অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ও নিরাপদ বিতরণ। সর্বোপরি জ্বালানি চাহিদা পূরণ করে নতুন নতুন শিল্পায়নে জ্বালানি সরবরাহ করা। সম্মানীত গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদান, প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও গ্যাস বিপণনে সুশাসন নিশ্চিতকরণ।

● **গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)**

প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ব্যবহার এবং গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের নিমিত্তে নিরাপদ ও সুদক্ষ গ্যাস ট্রান্সমিশন নিশ্চিতকরণ। জাতীয় গ্যাস গ্রিড এককেন্দ্রিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেশের সকল অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। জাতীয় গ্যাস গ্রিড পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি নতুন নতুন এলাকাকে গ্যাস সরবরাহ নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে উচ্চচাপ সম্পন্ন গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ। জাতীয় গ্যাস গ্রিড সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা। জাতীয় কনডেনসেট গ্রিডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন করা।

● **জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)**

সিলেট অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ও নিরাপদ বিতরণ। সর্বোপরি জ্বালানি চাহিদা পূরণ করে সিলেট অঞ্চলে নতুন নতুন শিল্পায়নে জ্বালানি সরবরাহ করা। সম্মানীত গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদান, প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও গ্যাস বিপণনে সুশাসন নিশ্চিতকরণ।

● **বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)**

কুমিল্লা অঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ও নিরাপদ বিতরণ। সর্বোপরি জ্বালানি চাহিদা পূরণ করে সিলেট অঞ্চলে নতুন নতুন শিল্পায়নে জ্বালানি সরবরাহ করা। সম্মানীত গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদান, প্রাকৃতিক গ্যাসের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও গ্যাস বিপণনে সুশাসন নিশ্চিতকরণ।

● **বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)**

গ্যাস কূপ খনন, উন্নয়ন, গ্যাস উত্তোলন ও জাতীয় সঞ্চালন লাইনে গ্যাস সরবরাহ।

- **সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)**

গ্যাস কুপ খনন, উন্নয়ন, গ্যাস উত্তোলন ও জাতীয় সংশলন লাইনে গ্যাস সরবরাহ।

- **বড়পুকুরিয়া কোলমাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)**

কয়লা অনুসন্ধান, জিওলজিক্যাল সার্ভে, কয়লা উত্তোলন, বিক্রয়।

প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator :

তিতাস	জিটিসিএল	জেজিটিডিএসএল	বিজিডিসিএল	এসজিএফএল	বিজিএফসিএল	বড়পুকুরিয়া
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন। ২। উৎপাদিত গ্যাস প্রোডাক্টস। ৩। কম্প্রসার স্টেশন স্থাপন। ৪। অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ। ৫। প্রিপেইড মিটার স্থাপন। ৬। বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহককে সংযোগ প্রদান।	১। গ্যাস সঞ্চালন লাইন স্থাপন ২। কম্প্রসার স্টেশনস্থাপন। ৩। সিজিএস/ আইসিএস / টিবিএস স্থাপন	১। উৎপাদিত গ্যাস প্রোডাক্টস। ২। উৎপাদিত এনজিএল। ৩। কম্প্রসার স্টেশন স্থাপন। ৪। অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ। ৫। প্রিপেইড মিটার স্থাপন। ৬। এলএনজি আমদানী। ৭। বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহককে সংযোগ প্রদান।	১। গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন স্থাপন। ২। উৎপাদিত গ্যাস প্রোডাক্টস। ৩। কম্প্রসার স্টেশন স্থাপন। ৪। অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ। ৫। বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহককে সংযোগ প্রদান।	১। গ্যাস উৎপাদন ২। এডিপি বাস্তবায়ন ৩। ২ডি এবং ৩ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পাদন। ৪। গ্যাস বিক্রয় ৫। গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন। ৬। উন্নয়ন ও উৎপাদন কূপ খনন।	১। গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন। ২। উন্নয়ন ও উৎপাদন কূপ খনন। ৩। ২ডি এবং ৩ডি সাইসমিক সার্ভে সম্পাদন। ৪। গ্যাস বিক্রয়	১। কয়লা উত্তোলন ২। কয়লা বিক্রয়। ৩। খনন কাজ ৪। খনি উন্নয়ন।

প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. ন.	প্রতিষ্ঠানের নাম	বাজেট (২০১৮-২০১৯)	ব্যয় (২০১৮-২০১৯)
১	২	৩	৪
১	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিএসএল)	১৬,৩০,৫৪০.৩৭	১৫,০১,৪৬২.৫২
২	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)	৮৮,০৪০.৫৬	৭২,৪৮২.৫৬
৩	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল)	১,৯১,৭৬৯.০০	২,০৫,১৮০.০০
৪	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)	২,২৫,৪৭৫.৫০	২,২৩,৭৫২.১৯
৫	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)	৪৫,৪২৫.০১	৩৪,৩৫০.৫৯
৬	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)	৫৯,৮৭০.০০	৫৩,৩৩১.০০
৭	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)	৭৬,০৪০.০০	৭২,৫৯৬.৮৪
	সর্বমোট=	২৩,১৭,১৬০.৪৪/-	২১,৬৩,১৫৫.৭০/-
	# আইওসি হতে গ্যাস ক্রয়ের ক্ষেত্রে ডলারের মূল্য হেরফেরের কারণে জেজিটিডিএসএল এর ব্যয় বাজেট অপেক্ষা অতিরিক্ত হয়েছে।		

অডিটের আইনগত ভিত্তি : দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

অডিটের পরিধি : পেট্রোবাংলার ৭টি কোম্পানি [তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল), গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল), জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল), বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল), বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল), সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) ও বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)] এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের হিসাব।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য :

- **অডিটের বিষয়বস্তু :** আয়কর-ভ্যাট, শ্রমিকের অংশগ্রহণমূলক লভ্যাংশ তহবিল (WPPF), শ্রমিক মজুরী, বিক্রয়, আয়-ব্যয়, বাজেট।
- **অডিট কৌশল :** রিস্ক এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ভাউচারসমূহ যাচাই-বাছাই, বিভাগীয় প্রধানদের সাথে আলোচনা, বিভাগ বহির্ভূত ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি।
- **অডিট সময়কাল :**

ক্র. ন.	প্রতিষ্ঠানের নাম	অডিট সময়কাল
১	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল)	২৪/০২/২০২০ খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত
২	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল)	১০/০৩/২০২০ খ্রি. হতে ২৫/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত
৩	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল),	১৪/০২/২০২০ খ্রি. হতে ২৫/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত
৪	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল)	২৬/০৩/২০২০ খ্রি. হতে ১০/০৪/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত
৫	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল)	১৪/০২/২০২০ খ্রি. হতে ২৫/০৩/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত
৬	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল)	২০/০১/২০২০ খ্রি. হতে ১৩/০২/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত
৭	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)	২৪/০২/২০২০ খ্রি. হতে ৩০/০৪/২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন পেট্রোবাংলার ৭টি কোম্পানি [তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল), গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল), জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিএসএল), বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিটিসিএল), বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল), সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) ও বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)] এর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের আয়-ব্যয়, ফান্ড ও বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ড পত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক নিরীক্ষা করা হয়েছে।

নিরীক্ষা চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্য হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে ৫টি অডিট অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত টাকার পরিমাণ ৭২,৬৭,০৫,৮২৫ (কথায় : বাহাত্তর কোটি সাতষট্টি লক্ষ পাঁচ হাজার আটশত পঁচিশ টাকা) টাকা, যা মোট বরাদ্দের ০.৩%। এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপ :

- আর্থিক ক্ষতি।
- পিএ কমিটির শ্রমিক লভ্যাংশ তহবিল (WPPF) সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন।
- আয়কর অধ্যাদেশের ধারা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

শব্দসংক্ষেপ

সংক্ষিপ্ত শব্দ	পূর্ণ শব্দ
জিটিসিএল	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড
টিজিটিডিসিএল	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
জেজিটিডিএসএল	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড
বিজিডিসিএল	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
বিজিএফসিএল	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড
সিজিএফএল	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড
টিবিএস	টাউন বর্ডার স্টেশন
আইসিএস	ইন্টারমিডিয়েট কম্প্রেসর স্টেশন
সিজিএস	সিটিগেট স্টেশন
আইওসি	ইন্টারন্যাশনাল অয়েল কোম্পানি
WPPF	Worker's Participation in Profit Fund

অধ্যায়-২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত (টাকা)
০১	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ লঙ্ঘন করে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সম্মানী ভাতার উপর উৎসে কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৬০,৩০,০৬৮/-
০২	কর পরবর্তী নীট মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্ব গ্রস মুনাফার ভিত্তিতে শ্রমিকের অংশগ্রহণমূলক লভ্যাংশ তহবিলের অর্থ স্থানান্তর করায় কোম্পানির ক্ষতি।	২৮,৫০,৭৮,৪৯৫/-
০৩	কর পরবর্তী নীট মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্ব গ্রস মুনাফার ভিত্তিতে শ্রমিকের অংশগ্রহণমূলক লভ্যাংশ তহবিল (WPPF) এ অর্থ স্থানান্তরপূর্বক করযোগ্য আয় কম প্রদর্শন করার ফলে কর্পোরেট ট্যাক্স বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৩৮,৯৬,০০,৩২৫/-
০৪	প্রযোজ্য হারের চেয়ে কম হারে আয়কর কর্তন করায় রাজস্ব বাবদ সরকারের টাকার আর্থিক ক্ষতি।	১,৪৮,৬৮,৯৩৭/-
০৫	অনিয়মিতভাবে কোম্পানির তহবিল হতে চায়নীজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এক্স.এম.সি/সি.এম.সি কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করায় কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি।	৩,১১,২৮,০০০/-
সর্বমোট=		৭২,৬৭,০৫,৮২৫/-
কথায় : বাহান্ডর কোটি সাতষট্টি লক্ষ পাঁচ হাজার তিনশত পঁচিশ টাকা		

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনাম :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ লঙ্ঘন করে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রদানকৃত আর্থিক সম্মানী ভাতার উপর উৎসে কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৬০,৩০,০৬৮ (ষাট লক্ষ ত্রিশ হাজার আটষট্টি) টাকা।

বিবরণ :

পেট্রোবাংলার আওতাধীন বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ লঙ্ঘন করে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রদানকৃত সম্মানী ভাতার উপর উৎসে কর কর্তন না করায় সরকারের ৬০,৩০,০৬৮ (ষাট লক্ষ ত্রিশ হাজার আটষট্টি) টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে কোম্পানির ব্যাংক ভাউচার ও জেনারেল লেজার হতে পরিলক্ষিত হয় যে, বিজিএফসিএল এর তিতাস, হবিগঞ্জ, নরসিংদী ও বাখরাবাদ গ্যাস ফিল্ডে ৭টি কুপ ওয়ার্কওভার প্রকল্পের আওতায় হবিগঞ্জ ০১ নং কুপের খনন কাজ সফলতার সাথে সম্পন্ন হওয়ায় ১৯/০৯/২০১৮ খ্রি. তারিখের ৬৩৮ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেডের সকল স্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আর্থিক সম্মানী ভাতা/এক্সগ্রেসিয়া বোনাস নামে সেপ্টেম্বর/২০১৮ মাসের মূল বেতন এর সমপরিমাণ অর্থ সম্মানী হিসেবে প্রদান করা হয়। বোর্ড সভার উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কোম্পানির ৩৭৬ জন কর্মকর্তা এবং ৫২২ জন কর্মচারীকে মোট ২,৫২,৪৩,৩৭০ টাকা আর্থিক সম্মানী প্রদান করা হয়। আর্থিক সম্মানী বাবদ পরিশোধিত ২,৫২,৪৩,৩৭০ টাকার উপর ১২% হারে (২,৫২,৪৩,৩৭০×১২%=) ৩০,২৯,২০৩ টাকা উৎসে কর কর্তন করা হয়নি। পরবর্তীতে ০২/০৫/২০১৯ খ্রি. তারিখের ৬৪৬ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল স্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে মে/২০১৯ মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ সম্মানী হিসেবে প্রদান করা হয়। সভার উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৩৬৮ জন কর্মকর্তা এবং ৫১০ জন কর্মচারীকে মোট ২,৫০,০৭,২০০ টাকা সম্মানী প্রদান করা হয়। আর্থিক সম্মানী বাবদ পরিশোধিত অর্থের উপর ১২% হারে (২,৫০,০৭,২০০×১২%=) ৩০,০০,৮৬৫ টাকা উৎসে কর কর্তন করা হয়নি।

ফলে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রদানকৃত সম্মানীর উপর ১২% হারে উৎসে কর কর্তন না করায় সরকারের মোট (৩০,২৯,২০৩+৩০,০০,৮৬৫)= ৬০,৩০,০৬৮ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট '১']।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ AA সিরিয়াল নম্বর ১০ মোতাবেক মিটিং ফি, ট্রেনিং ফি এবং সম্মানী ভাতা এর ক্ষেত্রে বেইজ এমাইন্ট ১৫ লক্ষ টাকার উর্ধ্বে হলে ১২% হারে উৎসে কর কর্তনের নির্দেশনা রয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে বিজিএফসিএল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্মানী প্রদানের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ এর উক্ত ধারা পরিপালন করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ AA লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

কোম্পানির কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রদত্ত আর্থিক সম্মানী প্রতি বছর বেতন খাতে আয়কর নির্ধারণের সময় আয় হিসেবে প্রদর্শন করা হয়। করযোগ্য আয়ের উপর প্রত্যেক কর্মকর্তা/কর্মচারী আয়কর সরকারকে প্রদান করেন। গত ০৩/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে অডিট প্রতিষ্ঠানের প্রধান বরাবর চূড়ান্ত এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হতে অদ্যাবধি নিষ্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

কর্মচারী/কর্মকর্তাগণ আয় হতে যে কর প্রদান করেন মর্মে প্রতিষ্ঠানের জবাবে জানানো হয়েছে তা ব্যক্তি শ্রেণির। কিন্তু আপত্তিতে সম্মানীর উপর প্রদেয় করের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ AA মোতাবেক উৎসে কর কর্তন করার কথা বলা হলেও এক্ষেত্রে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রদত্ত আর্থিক সম্মানীর উপর ১২% হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়নি। সুতরাং জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিকৃত আয়কর সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণক প্রেরণ আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনাম :

কর পরবর্তী নীট মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্ব গ্রস মুনাফার ভিত্তিতে শ্রমিকের অংশগ্রহণমূলক লভ্যাংশ তহবিলের অর্থ স্থানান্তর করায় কোম্পানির ক্ষতি ২৮,৫০,৭৮,৪৯৫ (আটাশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ আটাত্তর হাজার চারশত পঁচানব্বই) টাকা।

বিবরণ :

পেট্রোবাংলার আওতাধীন ৫টি কোম্পানি তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (টিজিটিডিসিএল), গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (জিটিসিএল), জালালাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (জেজিডিসিএল), বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (বিজিডিসিএল) এবং বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল) কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে শ্রমিকের অংশগ্রহণমূলক লভ্যাংশ তহবিল বা Workers' Participation in Profit Fund (WPPF)-এ পাবলিক একাউন্টস কমিটি (পিএ কমিটি) এর সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে কর পরবর্তী নীট মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্ব গ্রস মুনাফার ভিত্তিতে অর্থ স্থানান্তর করায় কোম্পানির ২৮,৫০,৭৮,৪৯৫ (আটাশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ আটাত্তর হাজার চারশত পঁচানব্বই) টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষাকালে কোম্পানিসমূহের বার্ষিক হিসাব বিবরণী এবং আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০০৯-২০১০ বছরের অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নম্বর-০২ এর উপর দশম জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি (পিএ কমিটি) এর ১৩তম সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, “সকল ব্যয় বাদ দিয়ে ভবিষ্যতে নীট মুনাফা হিসাব করে WPPF-এ সংশ্লিষ্ট অর্থ স্থানান্তর করতে হবে”। কর্পোরেট ট্যাক্স সংস্থার একটি ব্যয়, সুতরাং উপযুক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্পোরেট ট্যাক্স হিসাবভুক্ত করার পর নীট মুনাফা তথা কর পরবর্তী মুনাফার উপর ৫% হারে শ্রমিক অংশগ্রহণ মূলক তহবিলে (WPPF) নির্ধারণ করা আবশ্যিক। কিন্তু পরিশিষ্টে বর্ণিত ৫টি কোম্পানির কর্তৃপক্ষ পিএ কমিটির উপরোক্ত সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে শ্রমিক অংশগ্রহণ মূলক তহবিলে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কর পরবর্তী মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্ব মুনাফার উপর ৫% হারে নির্ধারণপূর্বক শ্রমিক অংশগ্রহণমূলক তহবিলে অতিরিক্ত অর্থ স্থানান্তর/পরিশোধ করায় কোম্পানির ২৮,৫০,৭৮,৪৯৫ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট ‘২’]।

অনিয়মের কারণ :

দশম জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৩ তম বৈঠকের ৭.১.৩ সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

আপত্তির প্রেক্ষিতে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড ও জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমস লিমিটেড কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ধারা ১১৯(৩) এর বরাতে জানিয়েছে যে, নীট মুনাফা বলতে কোম্পানির এমন মুনাফাকে বুঝাবে, যা কোম্পানির সমস্ত কার্যপরিচালনার ব্যয়, ঋণ ও অগ্রিমের উপর সুদ, মেরামত ও সংশ্লিষ্ট খরচ, অবক্ষয় মূল্য, সরকার হতে বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী সংস্থা বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য সংস্থা হতে প্রাপ্ত অনুদান বা সাশ্রয়, বিক্রিত শেয়ারের উপর প্রিমিয়াম হিসাবে প্রাপ্ত মুনাফা, বাজেয়াপ্ত শেয়ার বিক্রয়ের মুনাফা এবং কোম্পানির গৃহীত কোন উদ্যোগের সমুদয় বা আংশিক বিক্রয়জনিত মুনাফা এ সবকিছুই হিসাব করে নির্ধারিত হবে; তবে এক্ষেত্রে আয়কর, অধিকর এবং কোম্পানির আয়ের উপর অন্য যেকোন কর ও শুল্ক সংক্রান্ত খরচ, ডিবেঞ্চার এবং মূলধন হিসাবের উপর সুদ সংক্রান্ত খরচ বাদ দেয়া যাবে না। তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড ও গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক আরও বলা হয়েছে যে, এ বিষয়ে Institute of Chartered Accounts of

Bangladesh(ICAB) এর মতামত চাওয়া হলে ICAB “The amounts of Workers Profit Participation Fund, Workers Welfare Fund and Workers Welfare Foundation Fund have to be calculated on Net Profit before charging or transferring profit to the respective funds.” এছাড়া বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড ও বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক জানানো হয়েছে যে, শ্রম আইন ২০০৬ এর ২৪৪ ধারা অনুযায়ী WPPF এ স্থানান্তরিত অর্থ করমুক্ত বিধায় করপূর্ব মুনাফার উপর WPPF নির্ধারণ করে অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে।

গত ০৭/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে টিজিটিডিসিএল, ০৬/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে জিটিসিএল, ১১/১০/২০২০ খ্রি. তারিখে জেজিটিডিএসএল ও বিজিডিসিএল এবং ০৩/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে বিসিএমসিএল প্রধান বরাবর চূড়ান্ত এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। জবাবে টিজিটিডিসিএল কর্তৃক জানানো হয় যে, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) এর ধারা ২৪৪ ও কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ধারা ১১৯ মোতাবেক কর পূর্ব মুনাফার উপর WPPF নির্ধারণ করে অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে। জিটিসিএল ও বিসিএমসিএল কর্তৃপক্ষ আপত্তি উত্থাপনকালে প্রদত্ত জবাব পুনরায় প্রদান করেছে। জেজিটিডিএসএল জবাবে জানিয়েছে যে, কোম্পানিতে রেজিস্টার্ড ও নির্বাচিত সিবিএ থাকার কারণে শ্রম আইন অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক বিধায় বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ৫% হারে অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে। বিজিডিসিএল কর্তৃক জানানো হয় যে, কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ অনুযায়ী সকল ধরনের আয় হতে সকল ধরনের ব্যয় বাদ দিয়ে নীট মুনাফা নির্ধারণ পূর্বক WPPF ও আয়করের টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। Companies Profits (Workers Participation) Act 1968 এর নিয়ম অনুযায়ী কর নির্ধারণের পূর্বে WPPF এর টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

ICAB এর মতামতে নেট প্রফিট হতে WPPF এর অর্থ তহবিলে স্থানান্তরে কথা বলা হয়েছে। শ্রম আইনে WPPF এ স্থানান্তরিত অর্থ করমুক্ত বলা হয়েছে কিন্তু WPPF এ স্থানান্তরযোগ্য অর্থের বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। পক্ষান্তরে দশম জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৩ তম বৈঠকের ৭.১.৩ সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল ব্যয় বাদ দিয়ে ভবিষ্যতে নীট মুনাফা হিসাব করে WPPF-এ সংশ্লিষ্ট অর্থ স্থানান্তর করতে হবে। কর্পোরেট ট্যাক্স সংস্থার একটি ব্যয়, সুতরাং উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্পোরেট ট্যাক্স হিসাবভুক্ত করার পর নীট মুনাফা বা নেট প্রফিট তথা কর পরবর্তী মুনাফার উপর ৫% হারে শ্রমিক অংশগ্রহণ মূলক তহবিলে (WPPF) নির্ধারণ করা আবশ্যিক। সুতরাং জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায়করত প্রতিষ্ঠানসমূহের তহবিলে জমা প্রদান করে প্রমাণক প্রেরণ আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনাম :

পরবর্তী নীট মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্ব গ্রস মুনাফার ভিত্তিতে শ্রমিকের অংশগ্রহণমূলক লভ্যাংশ তহবিল (WPPF) এ অর্থ স্থানান্তর পূর্বক করযোগ্য আয় কম প্রদর্শন করার ফলে কর্পোরেট ট্যাক্স বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৩৮,৯৬,০০,৩২৫ (আটত্রিশ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ তিনশত পঁচিশ) টাকা।

বিবরণ :

পেট্রোবাংলার আওতাধীন সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (সিজিএফএল) এবং বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (বিজিএফসিএল) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে কর পরবর্তী নীট মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্ব গ্রস মুনাফার ভিত্তিতে শ্রমিক লভ্যাংশ তহবিলে (WPPF) অতিরিক্ত অর্থ স্থানান্তর করে করযোগ্য আয় কম প্রদর্শন করার ফলে কর্পোরেট ট্যাক্স বাবদ সরকারের ৩৮,৯৬,০০,৩২৫ (আটত্রিশ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ তিনশত পঁচিশ) টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে কোম্পানি দুইটির বার্ষিক হিসাব বিবরণী এবং আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র যাচাইকালে দেখা যায় যে, ২০০৯-২০১০ বছরের অডিট রিপোর্টের অনুচ্ছেদ নম্বর-০২ এর উপর দশম জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি (পিএ কমিটি) এর ১৩ তম সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে, “সকল ব্যয় বাদ দিয়ে ভবিষ্যতে নীট মুনাফা হিসাব করে WPPF-এ সংশ্লিষ্ট অর্থ স্থানান্তর করতে হবে”। কর্পোরেট ট্যাক্স সংস্থার একটি ব্যয়, সুতরাং উপরোক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্পোরেট ট্যাক্স হিসাবভুক্ত করার পর নীট মুনাফা তথা কর পরবর্তী মুনাফার উপর ৫% হারে শ্রমিক অংশগ্রহণ মূলক তহবিলে (WPPF) নির্ধারণ করা আবশ্যিক।

পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিজিএফএল এর ক্ষেত্রে কর পূর্ব মুনাফা ৫১১,৬৭,৩২,০১৯ টাকার উপর ৩৫% হারে পরিশোধযোগ্য কর্পোরেট ট্যাক্স ১৭৯,০৮,৫৬,২০৭ টাকা কর পূর্ব গ্রস মুনাফা হতে বাদ দিয়ে প্রাপ্ত কর পরবর্তী নীট মুনাফার উপর ৫% হিসাবে শ্রমিক লভ্যাংশ প্রাপ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে কর পরবর্তী নীট মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্ব গ্রস মুনাফার ভিত্তিতে শ্রমিক লভ্যাংশ তহবিলে (WPPF) ২৫,৫৮,৩৬,৬০১ টাকা (৫১১,৬৭,৩৭,০১৯ এর ৫%) স্থানান্তর করায় উক্ত স্থানান্তরিত ২৫,৫৮,৩৬,৬০১ টাকা করযোগ্য আয় কম প্রদর্শিত করে কর্পোরেট ট্যাক্স প্রভিশন করা হয়েছে ১৪৪,৪২,৬০,৮৫৪ টাকা। ফলে কর্পোরেট ট্যাক্স কম প্রভিশন/পরিশোধ করা হয়েছে ১৭৯,০৮,৫৬,২০৭-১৪৪,৪২,৬০,৮৫৪ = ৩৪,৬৫,৯৫,৩৫৪ টাকা, যা শ্রমিক লভ্যাংশ তহবিলে (WPPF) অতিরিক্ত স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে বিজিএফসিএল এর ক্ষেত্রে কর পূর্ব মুনাফা ২৪৫,৭৪,২৬,৪৯০ টাকার উপর ৩৫% হারে পরিশোধযোগ্য কর্পোরেট ট্যাক্স ৮৬,০০৯৯,৮২৯ টাকা কর পূর্ব গ্রস মুনাফা হতে বাদ দিয়ে প্রাপ্ত কর পরবর্তী নীট মুনাফার উপর ৫% হিসাবে শ্রমিক লভ্যাংশ প্রাপ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে পিএ কমিটির সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে কর পরবর্তী মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্ব মুনাফার ভিত্তিতে শ্রমিক লভ্যাংশ তহবিল (WPPF) এ ১২,২৮,৭১,৩৪৭ (২৪৫,৭৪,২৬,৪৯০ এর ৫%) স্থানান্তর করায় উক্ত স্থানান্তরিত ১২,২৮,৭১,৩৪৭ টাকা করযোগ্য আয় কম প্রদর্শিত করে কর্পোরেট ট্যাক্স প্রভিশন করা হয়েছে ৮১,৭০,৯৪,৪৫৮ টাকা। ফলে কর্পোরেট ট্যাক্স কম প্রভিশন/পরিশোধ করা হয়েছে (৮৬,০০,৯৯৪২৯-৮১,৭০,৯৪,৪৫৮) = ৪,৩০,০৪,৯৭১ টাকা, যা শ্রমিক লভ্যাংশ তহবিলে (WPPF) অতিরিক্ত স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

ফলে কোম্পানি দুইটি কর্তৃক কর্পোরেট ট্যাক্স কম প্রভিশন/পরিশোধ করা হয়েছে ৩৪,৬৫,৯৫,৩৫৪+৪,৩০,০৪,৯৭১ = ৩৮,৯৬,০০,৩২৫ টাকা, যা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট ‘৩’]।

অনিয়মের কারণ :

দশম জাতীয় সংসদের সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ১৩ তম বৈঠকের ৭.১.৩ সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব :

সিজিএফএল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জবাবে জানানো হয়েছে যে, কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ধারা ১১৯(৩) এর বর্ণনামতে WPPF হিসাব করার পূর্বে আয়কর, অধিকর, কোম্পানির আয়ের উপর অন্য যে কোন কর ও শুল্ক সংক্রান্ত খরচ ব্যতীত সকল প্রকার পরিচালন ব্যয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে মুনাফা নির্ধারণ করা হয়। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জানানো হয়েছে যে, কোম্পানির আয়-ব্যয় হিসাব কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে তা পেট্রোবাংলার গত ০৬-১১-১৯৯৯ খ্রি. তারিখের Corporate Accounting Manual এর Appendix এ এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (BERC) এর গত ২৮-০৬-২০০৮ খ্রি. তারিখের Model Income statement এ উল্লেখ রয়েছে। যা হতে দেখা যাচ্ছে যে, Corporate Tax প্রদানের পূর্বেই WPPF এর অর্থ প্রদান করতে হবে।

গত ১০/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে সিজিএফএল ও বিজিএফসিএল প্রধান বরাবর চূড়ান্ত এআইআর ইস্যু করা হয়েছে। জবাবে বিজিএফসিএল কর্তৃক জানানো হয় যে, বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ধারা ২৩৩ (চ) এ সংজ্ঞায়িত মুনাফা মোতাবেক নীট মুনাফা হতে ৫% হারে WPPF এ অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে এবং ২৪৪ ধারা মোতাবেক এই তহবিলে স্থানান্তরিত অর্থ আয়করমুক্ত। পক্ষান্তরে সিজিএফএল কর্তৃপক্ষ জানায় যে, কোম্পানির সকল খরচ বিবেচনার পর উদ্ভূত আয়ের ৫% WPPF এ স্থানান্তর করে নীট মুনাফা নির্ণয় করা আইনসিদ্ধ।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, কোম্পানির মুনাফা হতে কর্পোরেট ট্যাক্স বাদ না দিয়ে মুনাফার ৫% WPPF ফান্ডে স্থানান্তর পিএ কমিটির সিদ্ধান্তের পরিপন্থী।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিকৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করে প্রমাণক প্রেরণ আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনাম :

প্রযোজ্য হারের চেয়ে কম হারে আয়কর কর্তন করায় রাজস্ব বাবদ সরকারের ১,৪৮,৬৮,৯৩৭ (এক কোটি আটচল্লিশ লক্ষ আটষষ্টি হাজার নয়শত সাইত্রিশ) টাকার আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

পেট্রোবাংলার আওতাধীন বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড, পার্বতীপুর, দিনাজপুর এর নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত “Feasibility Study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur” প্রকল্পে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রকল্পের অনিবাসী কনসালটেন্সি সার্ভিস এবং বিভিন্ন প্রকার সার্ভে বিল হতে প্রযোজ্য হারের চেয়ে কম হারে আয়কর কর্তন করায় রাজস্ব বাবদ সরকারের ১,৪৮,৬৮,৯৩৭ (এক কোটি আটচল্লিশ লক্ষ আটষষ্টি হাজার নয়শত সাইত্রিশ) টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর পরিপত্র-১/২০১৭-১৮ এর পরিশিষ্ট -২১ এর ক্রমিক নং-১ এবং আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর সেকশন ৫২এএ অনুযায়ী অনিবাসী কনসালটেন্সি সার্ভিসের ক্ষেত্রে ২০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে। তাছাড়া আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর সেকশন ৫৬-এর সাব-সেকশন-১ এ বর্ণিত টেবিল অনুযায়ী অনিবাসীদের আয়ের ক্ষেত্রে ২০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করতে হবে।

কিন্তু বিল ভাউচার, চুক্তিপত্র, বাজেট ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি হতে পরিলক্ষিত হয় যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা উপেক্ষা করে পরিশিষ্ট বর্ণিত অনিবাসী কনসালটেন্সি সার্ভিসের বিল হতে বিধি মোতাবেক উৎসে আয়কর কর্তন হয়নি। ফলে রাজস্ব বাবদ সরকারের উক্ত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট “৪”]।

অনিয়মের কারণ :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর পরিপত্র-১/২০১৭-১৮ এর পরিশিষ্ট -২১ এর ক্রমিক নং-১ এবং আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর সেকশন ৫২এএ এবং সেকশন ৫৬-এর সাব-সেকশন-১ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

আপত্তিটি গ্রহণ ও জবাব প্রদান হতে বিরত ছিল। গত ০৩/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর চূড়ান্ত এআইআর প্রেরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জবাবে জানানো হয় যে, বিলসমূহ ‘Feasibility Study for Development of Dighipara Coal Field at Dighipara, Dinajpur’ শীর্ষক প্রকল্পের বাজেট হতে পরিশোধিত। এটি Feasibility Study বা সম্ভাব্যতা জরিপ সংক্রান্ত প্রকল্প। প্রকল্পের আয়কর হার সংক্রান্ত বিষয়ে স্পষ্টিকরণের অনুরোধের প্রেক্ষিতে কর নীতি উইং, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জানানো হয় যে, ‘আলোচ্য ক্ষেত্রে Income Tax Ordinance, 1984 এর Section 56 এর Sub-Section 1 এ বর্ণিত Table এর SL No 24 অনুসারে উৎস কর কর্তন করতে হবে’। কর নীতি উইং এর মতামতের আলোকে প্রকল্পের সকল বিল হতে ৫.২৫% হারে উৎস কর কর্তন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

Income Tax Ordinance, 1984 এর Section 56 এর Sub-Section 1 এ বর্ণিত Table এর SL No 24 অনুসারে কয়লা, তেল ও গ্যাস উত্তোলন সংক্রান্ত সার্ভের ক্ষেত্রে ৫.২৫% হারে উৎস কর কর্তনযোগ্য। কিন্তু পরিশিষ্টে উল্লিখিত বিলসমূহ সার্ভে বিল সংক্রান্ত কিনা, তা জবাব ও প্রমাণকের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়নি। এ কারণে জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

আপত্তিতে উল্লিখিত বিল পরিশোধের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের নিকট হতে জরুরী ভিত্তিতে আদায়পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করে প্রমাণক প্রেরণ আবশ্যিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৫

শিরোনাম :

অনিয়মিতভাবে কোম্পানির তহবিল হতে চায়নীজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এক্স.এম.সি/সি.এম.সি কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করায় কোম্পানির ৩,১১,২৮,০০০ (তিন কোটি এগারো লক্ষ আটশ হাজার) টাকার আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ :

পেট্রোবাংলার নিয়ন্ত্রণাধীন বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড, পার্বতীপুর, দিনাজপুর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অনিয়মিতভাবে কোম্পানির তহবিল হতে চায়নীজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এক্স.এম.সি/সি.এম.সি কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করায় কোম্পানির ৩,১১,২৮,০০০ (তিন কোটি এগারো লক্ষ আটশ হাজার) টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী কয়লা উত্তোলনকারী চায়নীজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এক্স.এম.সি/সি.এম.সি কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিকদের সকল ব্যয় চায়নীজ কোম্পানিকেই বহন করতে হবে।

কিন্তু ঠিকাদার নথি, বিল/ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায়, অনিয়মিতভাবে চায়নীজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এক্স.এম.সি/সি.এম.সি কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিকদের কোম্পানির তহবিল হতে আর্থিক সহায়তা বাবদ ৩,১১,২৮,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট '৫']।

অনিয়মের কারণ :

অনিয়মিতভাবে কোম্পানির তহবিল হতে চায়নীজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এক্স.এম.সি/সি.এম.সি কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব :

অডিট প্রতিষ্ঠান আপত্তিটি গ্রহণ ও জবাব প্রদানে বিরত ছিল। গত ০৩/১২/২০২০ খ্রি. তারিখে প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর চূড়ান্ত এআইআর প্রেরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জবাবে জানানো হয় যে, স্থানীয় শ্রমিকদের বেতন-ভাতাদি অপরিবর্তিত থাকায় দ্রব্যমূল্য সহ জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক অসন্তোষের প্রেক্ষিতে মানবিক কারণে ও কর্ম স্পৃহা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পরিচালনা পর্ষদের ২৬৮ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

ঠিকাদারের নিয়োজিত শ্রমিকদের কোম্পানি কর্তৃক চুক্তি বহির্ভূত আর্থিক সহায়তা প্রদান বিধিসম্মত নয়। সুতরাং জবাব সন্তোষজনক নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

জরুরী ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত টাকা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এক্স.এম.সি/সি.এম.সি-এর নিকট হতে আদায় নতুবা বিল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আদায় পূর্বক কোম্পানির হিসাবে জমা করে প্রমাণক প্রেরণ আবশ্যিক।

তারিখ : ২৪/১০/২০২৪ বঙ্গাব্দ
২৬/১০/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

৬০০৯
(মো: শহিদুর রহমান চৌধুরী)
মহাপরিচালক
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অডিট অধিদপ্তর
৭১, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।
ফোন : +৮৮০২৪৮৩১৭৭৬৯।

দ্বিতীয় অংশ

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	পরিশিষ্ট নম্বর	জড়িত (টাকা)
০১	আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ লঙ্ঘন করে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রদানকৃত আর্থিক সম্মানী ভাতার উপর উৎসে কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	১	৬০,৩০,০৬৮/-
০২	কর পরবর্তী নীট মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্ব গ্রস মুনাফার ভিত্তিতে শ্রমিকের অংশগ্রহণমূলক লভ্যাংশ তহবিলের অর্থ স্থানান্তর করায় কোম্পানির ক্ষতি।	২	২৮,৫০,৭৮,৪৯৫/-
০৩	কর পরবর্তী নীট মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্ব গ্রস মুনাফার ভিত্তিতে শ্রমিকের অংশগ্রহণমূলক লভ্যাংশ তহবিল (WPPF) এ অর্থ স্থানান্তরপূর্বক করযোগ্য আয় কম প্রদর্শন করার ফলে কর্পোরেট ট্যাক্স বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৩	৩৮,৯৬,০০,৩২৫/-
০৪	প্রযোজ্য হারের চেয়ে কম হারে আয়কর কর্তন করায় রাজস্ব বাবদ সরকারের টাকার আর্থিক ক্ষতি।	৪	১,৪৮,৬৮,৯৩৭/-
০৫	অনিয়মিতভাবে কোম্পানির তহবিল হতে চায়নিজ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এক্স.এম.সি/সি.এম.সি কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করায় কোম্পানির আর্থিক ক্ষতি।	৫	৩,১১,২৮,০০০
সর্বমোট			৭২,৬৭,০৫,৮২৫/-
কথায় : বাহাত্তর কোটি সাতষট্টি লক্ষ পাঁচ হাজার আটশত পঁচিশ টাকা			

পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট নম্বর-০১

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০১

প্রতিষ্ঠানের নাম : বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লি. বিরাসার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

নিরীক্ষার বছর : ২০১৮-২০১৯

বিজিএফসিএল এর সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রদানকৃত আর্থিক সম্মানী ভাতার উপর আয়কর কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণ :

ক্র. ন.	ব্যাংক ভাউচার নং ও তারিখ	অর্থ বছর	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	আয়কর হার	পরিশোধযোগ্য আয়কর	প্রদানের হার	কাজের বর্ণনা	বোর্ড সভা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১	৭০৮ তাং ১-১--১৮	২০১৮	কর্মকর্তা=৩৭৬ জন এবং কর্মচারী = ৫২২ জন	৭৪,২৭,০৩০	১২%	৮,৯১,২৪৪	সেপ্টেম্বর/১৮ মাসের মূল বেতন	৭টি কুপ এর ওয়ার্কওভার	৬৩৮ তম বোর্ড সভা	সম্মানী খাতে বরাদ্দ না থাকা সত্ত্বেও পে-রোল সাপেক্ষে খাত হতে উক্ত সম্মানী পরিশোধ হয়।
০২	৭০৯ তাং ১-১--১৮	-১৯		৫৩,১৭,৮৫০		৬,৩৮,১৪২				
০৩	৭১০ তাং ১-১--১৮			৬২,৫৬,৩৫০		৭,৫০,৭৬২				
০৪	৭১১ তাং ১-১--১৮			৩৫,১৮,৭২০		৪,২২,২৪৬				
০৫	৭১২ তাং ১-১--১৮			২৭,২৩,৪২০		৩,২৬,৮১০				
			মোট=	২,৫২,৪৩,৩৭০	১২%	৩০,২৯,২০৩				
০৬	২৬৭৭ তাং ১৫-৫--১৯	২০১৮-১৯	কর্মকর্তা=৩৬৮ জন এবং কর্মচারী = ৫১০ জন	২৮,২২,৮০০	১২%	৩,৩৮,৭৩৬	মে/১৯ মাসের মূল বেতন	কোম্পানির সেবা নির্বাচন	৬৪৬ তম বোর্ড সভা	
০৭	২৬৭৮ তাং ১৫-৫--১৯			৩৫,২৪,৭৪০		৪,২২,৯৬৯				
০৮	২৬৭৯ তাং ১৫-৫--১৯			৬২,৬৩,২৫০		৭,৫১,৫৯০				
০৯	২৬৮০ তাং ১৫-৫--১৯			৫৪,৮৯,৫৮০		৬,৫৮,৭৫০				
১০	২৬৮১ তাং ১৫-৫--১৯			৬৯,০৬,৮৩০		৮,২৮,৮২০				
মোট				২,৫০,০৭,২০০	১২%	৩০,০০৮৬৫				
সর্বমোট=				২,৫২,৪৩,৩৭০+২,৫০,০৭২০০=৫,০২,৫০,৫৭০/-	১২%	৬০,৩০,০৬৮				

পরিশিষ্ট নম্বর-০২

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০২

পেট্রোবাংলার অধীনস্থ ৫টি প্রতিষ্ঠান

অর্থ বছর : ২০১৮-২০১৯

কর পরবর্তী মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্ব মুনাফার উপর শ্রমিক অংশগ্রহণ মূলক তহবিলে (WPPF) অতিরিক্ত অর্থ স্থানান্তরের মাধ্যমে পরিশোধ করায় কোম্পানির ক্ষতি আর্থিক ক্ষতির বিবরণী :

ক্র. নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	কর পূর্ব মুনাফা	কর্পোরেট ট্যাক্স	কর পরবর্তী মুনাফা	৫% হারে WPPF বাবদ প্রকৃত প্রাপ্য	কর পূর্ব মুনাফা হতে WPPF এ স্থানান্তর	অতিরিক্ত পরিশোধ
১	২	৩	৪	৫=(৩-৪)	৬=(৫×৫%)	৭	৮=(৭-৬)
১	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৭১৪,৫৬,৩২,০০৫	২৫০,০৯,৭১,২০২	৪৬৪,৪৬,৬০,৮০৩	২৩,২২,৩৩,০৪০	৩২,৯৮,০৭,৩৫৩	৯,৭৫,৭৪,৩১৩
২	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড	৩৩৭,৩৭,৬৪,০১৬	২২৪,৩৬,০৯,৫৯০	১১৩,০১,৫৪,৪২৬	৫,৬৫,০৭,৭২১	১৬,৪৭,৯৫,১২২	১০,৮২,৮৭,৪০১
৩	জালালাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	২২২,৮৫,৮৫,৮০৭	৭৮,০০,০৫,০৩২	১৪৪,৮৫,৮০,৭৭৫	৭,২৪,২৯,০৩৯	১১,১৪,২৯,২৯০	৩,৯০,০০,২৫১
৪	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড	৮৬,১৪,৮৯,৩০২	৩০,১৫,২১,২৫৬	৫৫,৯৯,৬৮,০৪৬	২,৭৯,৯৮,৪০২	৪,৩০,৭৪,৪৬৫	১,৫০,৭৬,০৬৩
৫	বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লিমিটেড	১৪৩,৬৫,৯৮,০৭৮	৫০,২৮,০৯,৩২৭	৯৩,৩৭,৮৮,৭৫১	৪,৬৬,৮৯,৪৩৭	৭,১৮,২৯,৯০৪	২,৫১,৪০,৪৬৭
সর্বমোট		১,৫০৪,৬০,৬৯,২০৮	৬৩২,৮৯,১৬,৪০৭	৮৭১,৭১,৫২,৮০১	৪৩,৫৮,৫৭,৬৩৯	৭২,০৯,৩৬,১৩৪	২৮,৫০,৭৮,৪৯৫
কথায় : আটশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ আটাত্তর হাজার চারশত পঁচানব্বই টাকা মাত্র							

পরিশিষ্ট নম্বর-০৩

অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৩

পেট্রোবাংলার অধীনস্থ ২টি প্রতিষ্ঠান

নিরীক্ষা বছর : ২০১৮-২০১৯

কর পরবর্তী মুনাফার পরিবর্তে কর পূর্ব মুনাফার ভিত্তিতে শ্রমিক লভ্যাংশ তহবিলে WPPF এ অতিরিক্ত অর্থ স্থানান্তরপূর্বক কর্পোরেট ট্যাক্স কম পরিশোধিত/প্রভিশন হওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণ :

ক্র. ন.		কর পূর্ব মুনাফা বা মোট মুনাফা	WPPF এ স্থানান্তরিত অর্থ	পরিশোধযোগ্য কর্পোরেট ট্যাক্স	পরিশোধকৃত/প্রভিশনকৃত কর্পোরেট ট্যাক্স	রাজস্ব ক্ষতি
১	২	৩	৪ =(৩ এর ৫%)	৫ =(৩ এর ৩৫%)	৬	৭ =(৫-৬)
১	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড	৫১১,৬৭,৩২,০১৯	২৫,৫৮,৩৬,৬০১	১৭৯,০৮,৫৬,২০৭	১৪৪,৪২,৬০,৮৫৩	৩৪,৬৫,৯৫,৩৫৪
২	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড	২৪৫,৭৪,২৬,৯৪০	১২,২৮,৭১,৩৪৭	৮৬,০০,৯৯,৪২৯	৮১,৭০,৯৪,৪৫৮	৪,৩০,০৪,৯৭১
সর্বমোট						৩৮,৯৬,০০,৩২৫/-
কথায় : আটত্রিশ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ তিনশত পঁচিশ টাকা মাত্র						

পরিশিষ্ট-০৪

অনুচ্ছেদ : ০৪

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লি. পার্বতীপুর, দিনাজপুর

নিরীক্ষা বছর : ২০১৮-২০১৯

দিঘিপাড়া ফিজিবিলাটি সার্ভে প্রকল্পের কনসালটেন্সি সার্ভিস এবং বিভিন্ন প্রকার সার্ভে বিল হতে

প্রযোজ্য হারের চেয়ে কম হারে আয়কর কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী :

ক্র. ন.	বিল নং ও তারিখ	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	বিলের প্রকার	বিলের মোট টাকার পরিমাণ	কর্তনযোগ্য ভ্যাটের হার	কর্তনযোগ্য ভ্যাটের পরিমাণ (টাকা)	কর্তনকৃত ভ্যাটের পরিমাণ (টাকা)	কম কর্তন জনিত রাজস্ব ক্ষতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৭-৮)
১	সিভি-৬০,৩১/১২/১৮	TUGRO Consult GmbH, Germany	কনসালটেন্সি সার্ভিস	১৪,৯৬,৪৮০/-	২০%	২,৯৯,২৯৪.০০	৭৮,৫৬৫.২০	২,২০,৭৩০.৮০
২	সিভি-৬০,৩১/০১/১৯	"	কনসালটেন্সি সার্ভিস	১৫,২৯৫,৬৯০/-	২০%	৩০,৫৯১,১৩৮.০০	৮,০৩,০২৩.৭৩	২২,৫৬,১১৪.৭৭
৩	সিভি-২৭,২৯/১০/১৯	"	কনসালটেন্সি সার্ভিস	১৪,৯৬,৪৮০/-	২০%	২,৯৯,২৯৬.০০	৭৮,৫৬৫.২০	২,২০,৭৩০.৮০
৪	সিভি-২৯,১৭/১১/১৯	"	কনসালটেন্সি সার্ভিস	১,৫৪,৫৯,৬৭০/-	২০%	৩০,৯১,৯৩৪.০০	৮,১০,৬৭৬.১৩	২২,৮১,২৫৭.৮৭
৫	সিভি-৬৬,১২/৩/১৮	"	কনসালটেন্সি সার্ভিস	৩,০৪,২৭,৮০০/-	২০%	৬০,৮৫,৪৮০.০০	১৫,৯৭,৪৩৮.৫০	৪৪,৮৮,০৪১.৫০
৬	সিভি-৬৭,১২/৩/১৮	"	কনসালটেন্সি সার্ভিস	২৯,৯২,৯৬০/-	২০%	৫,৯৮,৫৯২.০০	১,৫৭,১৩০.৪০	৪,৪১,৪৬১.৬০
৭	সিভি-১০০,১৯/৫/১৮	"	কনসালটেন্সি সার্ভিস	১৪,৯৬,৪৮০/-	২০%	২,৯৯,২৯৬.০০	৭৮,৫৬৫.২০	২,২০,৭৩০.৮০
৮	সিভি-১০৩,১৯/৫/১৮	"	কনসালটেন্সি সার্ভিস	১,৫২,৪১,০৩০/-	২০%	৩০,৪৮,২০৬.০০	৮,০০,১৫৪.০৮	২২,৪৮,০৫১.৯২
৯	সিভি-১২১,০৯/৫/১৯	"	কনসালটেন্সি সার্ভিস	১৪,৯৬,৪৮০/-	২০%	২,৯৯,২৯৬.০০	৭৮,৫৬৫.২০	২,২০,৭৩০.৮০
১০	সিভি-১৪৭,২৭/৫/১৯	"	কনসালটেন্সি সার্ভিস	১,৫৩,৯৫,৯০০/-	২০%	৩০,৭৯,১৮০.০০	৮,০৮,০৯৩.৪৪	২২,৭১,০৮৬.৫৬
							সর্বমোট	=১,৪৮,৬৮,৯৩৭/-

পরিশিষ্ট নম্বর-০৫
অনুচ্ছেদ নম্বর : ০৫

বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি লি. পার্বতীপুর, দিনাজপুর

নিরীক্ষা বছর : ২০১৮-২০১৯

কোম্পানির তহবিল হতে চায়নিজ ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করায় ক্ষতির বিবরণী :

ক্র. ন.	ভাউচার নং	তারিখ	টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	৮১	০১-১১-২০১৮	২,২১,২৬,৫০০	
২	৯৭	০৪-১২-২০১৮	১২,৭৮,০০০	
৩	১১৬	২৩-১২-২০১৮	২৯,০৪,০০০	
৪	১৫৬	২৬-০২-২০১৯	১৬,১১,০০০	
৫	১৭০	২৪-০৩-২০১৯	১৬,০৫,০০০	
৬	২০৬	২৪-০৫-২০১৯	১৬,০৩,৫০০	
সর্বমোট			৩,১১,২৮,০০০/-	
কথায় : তিন কোটি এগার লক্ষ আটশ হাজার টাকা মাত্র				

তারিখ : ২২/১০/২০১৮ বঙ্গাব্দ
২৬/০৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

(মো: শহিদুর রহমান চৌধুরী)
মহাপরিচালক
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি অডিট অধিদপ্তর
৭১, পুরানা পল্টন লাইন, ঢাকা-১০০০।
ফোন : +৮৮০২৪৮৩১৭৬৯।